সংবাদ পরিক্রমা

১৭ জুন ২০১৯

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসব এর সংবাদ সম্মেলন ১৮ জুন বেলা ১২টায়

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইন্সটিটিউট বাংলাদেশ কেন্দ্রের বাস্তবায়নে এবং বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান এর সহযোগিতায় আগামী ২০-১৬ জুন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে 'বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসব ২০১৯। উৎসবে অংশ নিচ্ছে ফ্রান্স, রাশিয়া, চীন, ভিয়েতনাম, ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশ।

উৎসবের বিস্তারিত তুলে ধরতে আগামীকাল ১৮ জুন ২০১৯ বেলা ১২টায় একটি সাংবাদ সংম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এমপি। সভাপতিত্ব করবেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. মো: আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি।

১৯ জুন ২০১৯

পূর্ণিমা তিথির সাধুসঙ্গ

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়েছে মাসিক সাধুসঙ্গ এর তৃতীয় পর্ব। ১৮ জুন ২০১৯ বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত চলে বাউল গানের এই আসর। লালনের তত্ত্ব বানী প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতি মাসে এই সাধুসঙ্গের আয়োজন করা হয়।

একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী'র পরিকল্পনায় এই আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন লালন গবেষক অধ্যাপক ড. আনোয়ারুল করিম ও ড. আবু ইসহাক হোসেন। সাঁইজির বানী পরিবেশন করেন সফি মন্ডল, টুন টুন ফকির, সমির বাউল, আনোয়ার শাহ্, মিজানুর রহমান ভূট্রো ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বাউল দল।

উল্লেখ্য বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ইতোমধ্যে একাধিক বাউল উৎসব ও আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজন করেছে। প্রতিশ্রুতিশীল বাউল শিল্পীদো নিয়ে ঢাকা এবং কুষ্টিয়ায় অনুষ্ঠান এবং সেমিনার আয়োজন করেছে। একাডেমিতে তরুণ বাউল শিল্পীদের নিয়ে বছরব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং শিল্পী পার্বতী বাউলের তত্বাবধানে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০ জুন ২০১৯

‘বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসব ২০১৯’ এর উদ্বোধন

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইন্সটিটিউট বাংলাদেশ কেন্দ্রের বাস্তবায়নে এবং বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান এর সহযোগিতায় আগামী ২০-২৬ জুন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা’য় অনুষ্ঠিত হচ্ছে ‘বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসব ২০১৯’। উৎসবে ফ্রান্স, রাশিয়া, চীন, ভিয়েতনাম, ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশের দুইটি নাট্যদলসহ মোট ৮টি দল অংশ নিচ্ছে।

২০ জুন ২০১৯ রোজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান এমপি। প্রধান অতিথির বক্তব্যে উৎসব আয়োজনের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, ‘উৎসবে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো আমাদের অতিথি। আমরা তাদের প্রতি সম্মান জানাই। আমাদের এইধরনের আয়োজনের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্ক বৃদ্ধিপায়। আশাকরি এধরনের উৎসবের নিয়মিত আয়োজন অব্যাহত থাকবে।’

উৎসব উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, এমপি। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. মো: আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আইটিআই এর সভাপতি নাসির উদ্দিন ইউসুফ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আইটিআই এর সাম্মানিক বিশ্ব সভাপতি রামেন্দু মজুমদার, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানের চেয়্যারম্যান লিয়াকত আলী লাকী এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নাট্য নির্দেশক রতন থিয়াম। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান এমপি-এর হাতে উৎসব স্মারক তুলে দেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, এমপি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরপর সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে বাংলাদেশের ধৃতি নর্তনালয়ের পরিবেশনা ও ওয়ার্দা রিহাব এর নির্দেশনায় অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৃত্যনাট্য ‘মায়ার খেলা’।

উৎসবের বিস্তারিত তুলে ধরতে গত ১৮ জুন ২০১৯ বেলা ১২টায় একটি সংবাদ সংম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় নাট্যশালার সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে অনুষ্ঠানের বিস্তাতি তুলে ধরেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, এমপি। প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘বাংলাদেশের সমৃদ্ধ মঞ্চনাটককে দেশে-বিদেশে আরো প্রচার ও প্রসার এবং একইসঙ্গে বিদেশের মানসম্পন্ন নাটকের সঙ্গে এদেশের নাট্যপ্রেমী, মঞ্চপ্রেমী দর্শক ও থিয়েটারকর্মীদের সুপরিচিতকরণ এবং গুণগত নাটকের রস আস্বাদনের মাধ্যমে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চাকে আরো গতিশীল ও বেগবান করার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।’

উৎসবের ২য় দিনে ২১ জুন ২০১৯ তারিখ বিকাল ৫.০০ টায় জাতীয় নাট্যশালার এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে মঞ্চস্থ হবে ফ্রান্সের থিয়েটার দ্য ভিদে লুসান এবং ইয়ং ভিক লন্ডন এর নাটক ‘ও মাই সুইট ল্যান্ড’ এবং সন্ধ্যা ৭.০০ টায় জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে মঞ্চস্থ হবে ভারতের কোরাস রেপার্টরী থিয়েটার এর পরিবেশনায় নাটক ‘ম্যাকবেথ’। ৩য় দিনে ২২ জুন সন্ধ্যা ৭.০০ টায় জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে মঞ্চস্থ হবে বাংলাদেশের অন্বেষা থিয়েটারের নাটক ‘জয়তুন বিবির পালা’। নাট্যোৎবের ৪র্থ দিনে ২৩ জুন একই সময় ও স্থানে চীনের জোহো থিয়েটারের পরিবেশনায় নাটক ‘এফ সিকে’ মঞ্চস্থ হবে। উৎসবের ৫ম দিনে ২৪ জুন একই

সময় ও স্থানে মঞ্চস্থ হবে নেপালের মান্ডালা থিয়েটারের নাটক ‘ঝিয়ালিঞ্চা (ড্রাগনফ্লাই)’। ফেস্টিভ্যালের ৬ষ্ঠ দিনে ২৫ জুন একই সময় ও স্থানে মঞ্চায়ন হবে ভিয়েতনামের লে নক থিয়েটারের পরিবেশনায় ‘দ্য ওয়াইল্ডার্নেস’ অবলম্বনে নাটক ‘কিম তু’। আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসবের শেষ দিনে আগামী ২৬ জুন সন্ধ্যা ৭.০০ টায় জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে মঞ্চস্থ হবে রাশিয়ার নিকোলাই জাইকভ থিয়েটার এর পরিবেশনায় ‘লাইট পাপেট শো’।

সপ্তাহব্যাপী এ উৎসবে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিখ্যাত নাটক মঞ্চায়নের পাশাপাশি থিয়েটার সংক্রান্ত একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ২২ জুন ২০১৯ শনিবার বিকাল ৩.০০ টায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার সেমিনার কক্ষে (৭ম তলা) অনুষ্ঠিতব্য সেমিনারের বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে ‘আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও ব্রাত্যজনীন থিয়েটারের পারস্পরিক বিনিময়’। এছাড়াও প্রতিদিন নাটকের মঞ্চায়ণ শেষে মুক্ত আলোচনা ‘মিট দ্যা ডিরেকটর’ অনুষ্ঠিত হবে।

উৎসব আয়োজনের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, এমপি-কে উপদেষ্টা; সচিব ড. মো: আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি-কে সভাপতি এবং যুগ্মসচিব (অনুষ্ঠান), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়-কে সদস্য সচিব করে উৎসব উপলক্ষ্যে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া বিষয় ভিত্তিক ১১টি উপকমিটি গঠন করা হয়েছে। এই আয়োজনকে কেন্দ্র করে একটি ওয়েবসাইট (www.internationaltheatrefestbd.com) চালু করা হয়েছে।

বিশ্ব সংগীত দিবস ২০১৯ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য আয়োজন

২১ জুন বিশ্ব সংগীত দিবস। ১৯৮২ সালে প্রথম শুরু হয় সংগীত দিবস পালন। বর্তমানে বাংলাদেশ ও ভারতসহ প্রায় ১২০টি দেশ পালন করছে এই দিবসটি। বিশ্ব সংগীত দিবস ২০১৯ উপলক্ষে ২১ জুন বিকেল ৪টা থেকে একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজন করেছে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি। আয়োজনে থাকছে আনন্দ শোভাযাত্রা, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

২১ জুন ২০১৯

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসব এর দ্বিতীয় দিনের আয়োজন

বাংলাদেশ আন্তিজার্তিক নাট্যোৎসব ২০১৯ এর দ্বিতীয় দিনে মাস্টার ক্লাস ও নাট্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত।
বাংলাদেশ নাট্যোৎসবের দ্বিতীয় দিনে দুটি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে বিকেল ৫.০০ মঞ্চস্থ হয় নাটক ‘ও মাই সুইট ল্যান্ড’ পরিবেশনা থিয়েটার দ্য লুসান এবং ইয়ং ভিক লন্ডন। একক অভিনয় করেন নাট্যকার ও নির্দেশক কোরিন জাবের।

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধ এবং এর ফলে সৃষ্ট শরণার্থীদের জীবনের গল্প ‘ও মাই সুইট ল্যান্ড’। একজন সিরিয়ান নারী ‘কেবেনামক ‘ সিরিয়ান খাবার রান্না করার সময় বলে যান লেবানন এবং ,তার যুদ্ধকালীন সময়ে জর্ডান সিরিয়ান ভ্রমনের অভিজ্ঞতা। যুদ্ধে তার তার ঘর ,স্মৃতি অনেক দূরবর্তী মাতৃভূমির হারিয়েছে যুদ্ধে।

সন্ধ্যা ৭.০০ টায় জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে মঞ্চস্থ হয় আন্তজার্তিক খ্যাতি সম্পন্ন নাট্য নির্দেশক জনাব রতন থিয়াম পরিচালিত ভারতের কোরাস রেপার্টরী থিয়েটার প্রযোজনা ‘ম্যাকবেথ’।

১৬ টি দৃশ্যে সম্পাদিত উইলিয়াম শেক্সপিয়রের ট্রাজেডি ‘ম্যাকবেথ’ মূলত ক্ষমতার আকাংখা ও ক্ষমতায় টিকে থাকতে ধারাবাহিক নৃশংসতার গল্প। সেনাপতি ম্যাকবেথ রাজা হতে চায়, তাই খুন করে রাজাকে এমনকি সহযোদ্ধা বন্ধু ব্যাংকোকে। খুন করতে চায় রাজ বংশকে। নিজে রাজা হয়ে থাকতে খুন করে সম্ভাব্য শত্রু সকলকে। অবশেষে তারও পতন হয় রক্তপাতে। নির্দেশক রতন থিয়াম ম্যাকবেথ কে দেখেছেন রোগ হিসেবে, বর্তমান বিশ্বে ক্ষমতাবান হওয়ার উচ্চাকাঙ্খাকে উনি রোগ হিসেবে মনে করেন।

এছাড়া উৎসবের আকর্ষনীয় অংশ হিসেবে সকাল ১০.৩০ অনুষ্ঠিত হয় রতন থিয়ামের মাস্টার ক্লাস। থিয়েটার ব্যক্তিত্ব রতন থিয়াম বক্তৃতা করেন তার নাট্য বিষয়ক অভিজ্ঞতা, ভাবনা এবং প্রয়োগ পদ্ধতি নিয়ে। কোরাস রেপার্টরী থিয়েটারের নাট্যকর্মীদের ডেমনেস্ট্রশনে তার প্রশিক্ষন পদ্ধতি এবং নাট্যভাবনা অনুবাদিত হয়। মাস্টার ক্লাসে আরো উপস্থিত ছিলেন নাট্যব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার এবং নাসিরউদ্দীন ইউসুফ।

আগামীকাল ২২ জুন ২০১৯ শনিবার বিকাল ৩.০০ টায় জাতীয় নাট্যশালার সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে সেমিনার ‘আন্তিজার্তিক, জাতীয় ও ব্রাত্যজনীন থিয়েটারের পারস্পরিক বিনিময়’। সন্ধ্যায় জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে মঞ্চস্থ হবে বাংলাদেশের ময়মনসিংহের অন্বেষা থিয়েটারের নাটক ‘জয়তুন বিবির পালা।‘

২১ জুন ২০১৯

বিশ্ব সংগীত দিবসে শিল্পীদের মিলনমেলা

বিশ্ব সংগীত দিবস ২০১৯ উপলক্ষে ২১ জুন বিকেল ৪টা থেকে একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজন করেছে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালা। শুরুতে একাডেমি থেকে সেগুনবাগিচা হয়ে শোভাযাত্রা জাতীয় চিত্রশালায় শেষ হয়। এরপর চিত্রশালার লবিতে একাডেমির সংগীত শিল্পীদের অর্কেস্ট্রা পরিবেশিত হয়। একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী’র সভাপতিত্বে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি। আলোচনার আগে শিল্পী

ফুয়াদ নাসের বাবু এর পরিচালনায় বাংলাদেশ মিউজিশিয়ানস ফাউন্ডেশন সমবেত যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেছেন মাশকূর-এ-সাত্তার কল্লোল ও তামান্না তিথি।

২৩ জুন ২০১৯

কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের স্মরণ অনুষ্ঠান ‘স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ

দেশের স্বনামধন্য কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের স্মরণ করতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির বিভিন্ন বিভাগ পর্যায়ক্রমে ৪৫জন বিশিষ্ট ব্যক্তির স্মরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করবে। আগামীকাল ‘স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ’ শীর্ষক স্মরণানুষ্ঠান ২০১৯ আয়োজনের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হবে। আগামীকাল ২৪ জুন সন্ধ্যা ৬টায় একাডেমির জাতীয় সঙ্গীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে স্মরণানুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধন করবেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ এমপি।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ঋত্বিক নাট্যপ্রাণ লিয়াকত আলী লাকী এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল এনডিসি এবং আলোচক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সঙ্গীতজ্ঞ অধ্যাপক ড. আ ব ম নূরুল আনোয়ার, বাংলাদেশ থিয়েটার আর্কাইভের চেয়ারম্যান, নাট্য সমালোচক ও নাট্য অনুবাদক অধ্যাপক আবদুস সেলিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের অধ্যাপক শিল্পী জামাল আহমেদ, আলোকচিত্র শিল্পী পাভেল রহমান, বাংলাদেশ নৃত্যশিল্পী সংস্থার সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান এবং চলচ্চিত্র সংসদ কর্মী ও আলোকচিত্রী মুনিরা মোরশেদ মুন্নী।

অনুষ্ঠান আয়োজনে প্রয়াত গুণীজনদের তালিকা এবং ছবি প্রদর্শন। উদ্বোধনী সন্ধ্যা শুরু হবে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে। মাসব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী দিনে অমর সুরস্রষ্টা শচীন দেব বর্মণের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে আলোচনা, ভিডিওও চিত্র প্রদর্শন এবং সাঙ্গীতায়োজনের ব্যবস্থা করা হয়েছে ।

১৯ জুন ২০১৯

এ লাইট পাপেট শো’ প্রদর্শনীর মধ্যদিয়ে শেষ হলো ‘বাংলাদেশ আন্তজার্তিক নাট্যোৎসব ২০১৯’

রাশিয়ান বিখ্যাত পাপেটিয়ার, অভিনেতা, নির্দেশক এবং ডিজাইনার নিকোলাই জাইকভের পরিবেশনা ‘এ লাইট পাপেট শো’ দিয়ে পর্দা নামলো ১ম বাংলাদেশ আন্তজার্তিক নাট্যোৎসব ২০১৯ এর। ২৬ জুলাই সন্ধ্যা ৭টায় জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে মনোমুগ্ধকর এই প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল ভিয়েতনাম এর নাটকের দল লে নক থিয়েটার মঞ্চস্থ করে নাটক ‘কিম তু’। চীনের নাটক *ওয়াইল্ডার্নেস* এর ভিয়েতনামীকরন ‘কিম তু’ নির্দেশনা দিয়েছেন সিঙ্গাপুরের নাট্য ব্যক্তিত্ব চুয়া সু পং।
নেপালের মান্ডালা থিয়েটারের প্রযোজনা ঝিয়ালিঞ্চা (গঞ্জাফড়িং) নেপালে চলমান মাওবাদী বিপ্লবের উপর নেপালের বিখ্যাত লেখক কুমার নাগরকোটির একটি ছোট গল্পের ওপর ভিত্তি করে নাটকটি নির্মিত। এটি পরিচালনা করেন ডিজাহং রাই। নির্দেশনা দিয়েছেন শ্রী রায় এবং সংগীত পরিচালনা করেন অনুপম শর্মা। অভিনয়ে ছিলেন বিজয়াইরাল ও রঞ্জনা ওলিহাস।

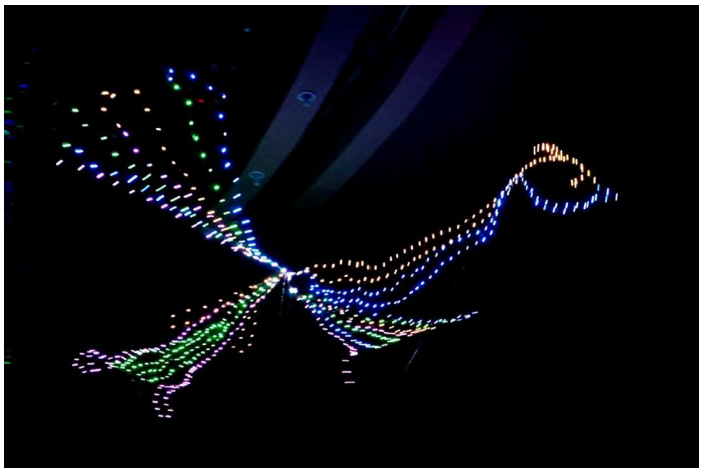

এবারের নাট্য উৎসব ছয়টি আন্তজার্তিক নাট্য প্রযোজনার সাথে মাস্টারক্লাস, সেমিনার, কর্মশালা এবং মিট দ্য ডিরেক্টরে সমৃদ্ধ ছিল যা দর্শক এবং নাট্যকর্মীদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে।এছাড়া এই নাট্যউৎসবে দুটি বাংলা এবং দুটি ইংরেজী বুলেটিন বের হয়। এছাড়া আগামীকাল নিকোলাই জাইকভের পরিচালনায় বাংলাদেশের নাট্যকর্মীদের জন্য 'লাইট পাপেট' বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে।
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ও ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইন্সটিটিউট বাংলাদেশ কেন্দ্রের বাস্তবায়নে এবং বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান এর সহযোগিতায় ২০-২৬ জুন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা'য় অনুষ্ঠিত হয়েছে 'বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক নাট্যোৎসব ২০১৯'। উৎসবে ফ্রান্স, রাশিয়ানেপাল ও ,ভারত ,ভিয়েতনাম ,চীন , বাংলাদেশের দুইটি নাট্যদলসহ মোট ৮টি দল অংশ নিয়েছে।

২০ জুন ২০১৯ রোজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান এমপি। প্রধান অতিথির বক্তব্যে উৎসব আয়োজনের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'উৎসবে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো আমাদের অতিথি। আমরা তাদের প্রতি সম্মান জানাই। আমাদের এইধরনের আয়োজনের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্ক বৃদ্ধিপায়। আশাকরি এধরনের উৎসবের নিয়মিত আয়োজন অব্যাহত থাকবে।'

উৎসব উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, এমপি। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. মো: আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আইটিআই এর সভাপতি নাসির উদ্দিন ইউসুফ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আইটিআই এর সাম্মানিক বিশ্ব সভাপতি রামেন্দু মজুমদার, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানের চেয়্যারম্যান লিয়াকত আলী লাকী এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নাট্য নির্দেশক রতন থিয়াম। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান এমপি-এর হাতে উৎসব স্মারক তুলে দেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, এমপি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরপর সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে বাংলাদেশের ধৃতি নর্তনালয়ের পরিবেশনা ও ওয়ার্দা রিহাব এর নির্দেশনায় অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নৃত্যনাট্য 'মায়ার খেলা'।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, এমপি-কে উপদেষ্টা; সচিব ড. মো: আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি-কে সভাপতি এবং যুগ্মসচিব (অনুষ্ঠান), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়-কে সদস্য সচিব করে উৎসব উপলক্ষ্যে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া বিষয় ভিত্তিক ১১টি উপকমিটি গঠন করা হয়েছে।

২৭ জুন ২০১৯

কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের স্মরণ অনুষ্ঠান 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ'

দেশের স্বনামধন্য কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের স্মরণ করতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির বিভিন্ন বিভাগ আয়োজন করছে ৪৫জন বিশিষ্ট ব্যক্তির স্মরণ অনুষ্ঠান। ২৭ জুন প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ আব্বাসউদ্দীন, আব্দুল আলীম ও আব্দুল লতিফ - কে স্মরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে।

গত ২৪ জুন সন্ধ্যা ৬টায় একাডেমির জাতীয় সঙ্গীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' শীর্ষক স্মরণানুষ্ঠান ২০১৯ আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ঋত্বিক নাট্যপ্রাণ লিয়াকত আলী লাকী এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ অধ্যাপক ড. আ ব ম নূরুল আনোয়ার, বাংলাদেশ থিয়েটার আর্কাইভের চেয়ারম্যান, নাট্য সমালোচক ও নাট্য অনুবাদক অধ্যাপক আবদুস সেলিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের অধ্যাপক শিল্পী জামাল আহমেদ, বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী জনাব কিরণ চন্দ্র রায়, আলোকচিত্র শিল্পী পাভেল রহমান, বাংলাদেশ নৃত্যশিল্পী সংস্থার সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান এবং চলচ্চিত্র সংসদ কর্মী ও আলোকচিত্রী মুনিরা মোরশেদ মুন্নী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন একাডেমির সচিব জনাব বদরুল আনম ভূঁইয়া। অনুষ্ঠান আয়োজনে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন, প্রদীপ প্রজ্জ্বালন, প্রয়াত গুণীজনদের স্মৃতির প্রতি এক মিনিট নিরবতা পালন, প্রয়াত গুণীদের তালিকা এবং ছবি প্রদর্শন।

২৪ জুন থেকে ২ জুলাই পযর্ন্ত জাতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কেন্দ্র মিলনায়তনে পর্যায়ক্রমে শিল্পীদের স্মরণ অনুষ্ঠানে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী দিনে ছিল অমর সুরস্রষ্টা শচীন দেব বর্মণ স্মরণ অনুষ্ঠান। ধারাবাহিকভাবে ২৫ জুন বিশ্বখ্যাত সংগীতজ্ঞ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ, পন্ডিত রবি শংকর ও ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ, ২৬ জুন প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ সমর দাস, সত্য সাহা, খন্দকার নূরুল আলম ও রবিন ঘোষ, ২৭ জুন প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ আব্বাসউদ্দীন, আব্দুল আলীম ও আব্দুল লতিফ, ২৮ প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ মুকুন্দ দাস, ওয়াহিদুল হক, আলতাফ মাহমুদ ও অজিত রায়, ২৯ জুন বিশ্বখ্যাত নৃত্যাচার্য উদয় শংকর এবং নৃত্যাচার্য বুলবুল চৌধুরী, ৩০ জুন প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ দ্বিজেন্দ্র লাল রায়, রজনীকান্ত সেন ও অতুলপ্রসাদ সেন, ১ জুলাই প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ কছিম উদ্দীন, মহেশ চন্দ্র রায় ও আব্দুর রহমান বয়াতী এবং ২ জুলাই প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ কমল দাশগুপ্ত ও ফিরোজা বেগম স্মরণে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে।

৩০ জুন ২০১৯

২৩তম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী

আগামী ১ জুলাই ২০১৯ থেকে শুরু হতে যাচ্ছে ২৩তম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী। প্রদর্শনীতে ৩১০ জন শিল্পীর ৩২২ টি শিল্পকর্ম স্থান পাচ্ছে।

৩০ জুলাই বিকাল সাড়ে চারটায় জাতীয় নাট্যশালা সেমিনার কক্ষে ২৩তম জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনীর বিস্তারিত তুলে ধরেন একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী। তিনি বলেন, 'জাতীয় সংস্কৃতির গৌরবময় বিকাশকে অব্যাহত রাখতে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিল্পকলার চর্চা ও বিকাশের উদ্দেশ্যে শিল্পসংস্কৃতি ঋদ্ধ সৃজনশীল

মানবিক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে কাজ করছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। প্রতি দুই বছর পরপর একাডেমির চারুকলা বিভাগ নবীন শিল্পী চারুকলা প্রদর্শনী, জাতীয় ভাস্কর্য্য প্রদর্শনী, দ্বিবার্ষিক এশিয় চারুকলা প্রদর্শনী, জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনী আয়োজনসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রদর্শনী আয়োজন করে থাকে।' সংবাদ সম্মেলনে একাডেমির চারুকলা বিভিগের পরিচালক বলেন, 'আমাদের যেসকল বরেণ্য শিল্পীরা আছেন, তাদের বেশিরভাগই কোননা কোন সময় জাতীয় এই প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন। তাই চারুশিল্পীদের জন্য এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়োজন।' সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন একাডেমির সচিব বদরুল আনম ভূঁইয়াসহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রদর্শনী উদ্বোধন অনুষ্ঠান আগামী ১ জুলাই ২০১৯ / ১৭ আষঢ় ১৪২২৬ রোজ সোমবার বিকাল ৫ টায় একাডেমির জাতীয় চিত্রশালায় অনুষ্ঠিত হবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন ও বিজয়ী শিল্পীদের পুনস্কান প্রদান করবেন। বিশেষ অতিথী হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি ও সচিব ড. মো, আবু হেনা মোস্তফা কামাল এনডিসি, এবং বরেণ্য চিত্রশিল্পী মনিরুল ইসলাম। একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী'র সভিাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখবেন চারুকলা বিভাগের পরিচালক শিল্পী আশরাফুল আলম পপলু।

জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনীর এবার ২৩ তম আসর। প্রদর্শনীটি প্রথম আরম্ভ হয় ১৯৭৫ সালে। চিত্রকলা, ছাপচিত্র, ভাস্কর্য, কারুশিল্প , স্থাপনা ও ভিডিও আর্ট মাধ্যমের শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। এছাড়া ও আছে কৃৎকলা (পারফরমেন্স আর্ট)।

আবেদনকারী ৮৫০ জন শিল্পী থেকে বাছাইকৃত ৩১০ জন শিল্পীর ৩২২ টি শিল্পকর্মের মধ্যে ১৫৯ টি চিত্রকলা, ৪৫ টি ভাস্কর্য্, ৫০ টি ছাপচিত্র, ১৭ টি কারুশিল্প, ৮ টি মৃৎশিল্প , ৩৭ টি স্থাপনা ও ভিডিও আর্ট , ০৭ টি কৃৎকলা (পারফরমেন্স আর্ট)।

প্রাথমিক পর্যায়ে শিল্পকর্ম বাছাই কমিটিতে ছিলেন শিল্পী নাসরিন বেগম , শিল্পী মোস্তাফিজুল হক , শিল্পী শেখ সাদী ভূইয়া , শিল্পী ড. মোহাম্মদ ইকবাল ও শিল্পী আনিসুজ্জামান । পুরস্কারের জন্য সেরা শিল্পকর্ম বাছাইয়ে বিচারক হিসেবে ছিলেন শিল্পী আব্দুস শাকুর শাহ, স্থপতি শামসুল ওয়ারেস, শিল্পী রণজীৎ দাস , শিল্পী ড. ফরিদা জামান ও শিল্পী মোহাম্মদ ইউনুস দায়িত্ব পালন করেন।

জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে মোট ৮ টি পুরস্কার প্রদান করা হবে । একটি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার যার আর্থিক মূল্যমান ২০০,০০০/- (দুই লক্ষ টাকা) ও চারটি বিভাগীয় চিত্রকলা ,ভাস্কয , ছাপচিত্র , নিউমিডিয়া সম্মনসূচক পুরস্কার প্রদান করা হবে , যান আর্থিক মূল্যমান ১০০,০০০/-(এক লক্ষ টাকা) । এছাড়াও বেঙ্গল ফাউন্ডেশন পুরস্কার (১০০ (-/০০০,, দীপা হক পুরস্কার (২০ও চিত্রশিল্পী (-/০০০, কাজী আনোয়ান হোসেন পুনস্কার (৫০,০০০/-) প্রদান করা হবে ।

প্রদর্শনীটি ১-২১ জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত চলবে । প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে রাত ৮টা ও শুক্রবার বিকেল ৩ টা থেকে রাত ৮ পর্যন্ত চলবে।